بسم الله الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود

وَلَقَدۡ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّةٌ

খণ্ড
1

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly
BADAR Qadian
Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা
16

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার, 23 শে জুন, 2016 23 এহসান, 1395 হিজরী শামসী 17 রমযান 1437 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহর কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

যেক্ষেত্রে আল্লাহ্ জাল্লা শানাহু আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতার সহিত নাজাতকে সম্পৃক্ত করিয়া দিয়াছেন, সেক্ষেত্রে এই সকল আয়াতের সন্দেহাতীত দলিলকে অস্বীকার করিয়া সন্দেহের দিকে দৌড়ানো বেঈমানী। সন্দেহের দিকে ঐ সকল লোক দৌড়ায় যাহাদের হৃদয় কপটতার ব্যাধিতে ব্যাধিগ্রস্ত।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

১৫) আল্লাহ্‌র বাণী-

اَلَمۡ يَعۡلَمُوۡۤا اَنَّهٗ مَنۡ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيۡهَا ؕ ذٰلِكَ الۡخِزۡىُ الۡعَظِيۡمُ

(সূরা আত তওবা, পারা ১০, আয়াতঃ ৬৪)

অনুবাদঃ এই সকল লোক কি জানে না, যে ব্যক্তি খোদা ও রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে খোদা তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন এবং সে তথায় সর্বদা থাকিবে। ইহা একটি বড় লাঞ্ছনা। এখন বলুন মিঞা আব্দুল হাকিম খান আপনার রায়, আপনি কি খোদার এই আদেশ গ্রহণ করিবেন, নাকি এই সকল আয়াতের সতর্ক বাণী নিজ স্কন্ধে উঠাইয়া লইবেন?

১৬) আল্লাহ্‌র বাণী-

وَاِذۡ اَخَذَ اللّٰهُ مِيۡثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَاۤ اٰتَيۡتُكُمۡ مِّنۡ كِتٰبٍ وَّحِكۡمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمۡ رَسُوۡلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمۡ لَتُؤۡمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنۡصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقۡرَرۡتُمۡ وَاَخَذۡتُمۡ عَلٰى ذٰلِكُمۡ اِصۡرِىۡ ؕ قَالُوۡۤا اَقۡرَرۡنَا ؕ قَالَ فَاشۡهَدُوۡا وَاَنَا مَعَكُمۡ مِّنَ الشّٰهِدِيۡنَ

(পারা ৩, সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত-৮২)

অনুবাদঃ এবং (স্মরণ কর) যখন খোদা সকল নবীর নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, যখন আমি তোমাদিগকে কেতাব ও জ্ঞান দিব এবং অতঃপর তোমাদের নিকট শেষ যুগে রসূল আসিবেন, যিনি তোমাদের কেতাবসমূহের সত্যায়ন করিবেন, তাঁহার উপর তোমাদিগকে ঈমান আনিতে হইবে এবং তাঁহাকে সাহায্য করিতে হইবে এবং বলেন, তোমরা কি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে এবং দায়িত্বভার গ্রহণ করিলে? তাহারা বলিল, আমরা প্রতিজ্ঞা করিলাম। তখন খোদা বলিলেন, এখন তোমরা নিজেদের প্রতিজ্ঞার সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাহিত এই ব্যাপারে সাক্ষী রহিলাম।

এখন প্রতীয়মান হয় যে, নবীগণ তো নিজ নিজ যুগে মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন; এই আদেশ প্রত্যেক নবীর উম্মতের জন্য যে, যখন ঐ রসুলের আবির্ভাব হইবে তখন তাঁহার উপর ঈমান আন; নতুবা পাকড়াও হইবে। এখন বল, 'নিম মোল্লা খত্‌রা ঈমান (অর্থাৎ অর্ধ শিক্ষিত লোক ঈমানের জন্য বিপজ্জনক-অনুবাদক) মিঞা আব্দুল হাকিম খান, যদি কেবল শুষ্ক তওহীদ দ্বারা নাজাত সম্ভব হইবে তবে খোদা তা'লা এইরূপ লোককে কেন পাকড়াও করিবেন, যদিও তাহারা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনে না, কিন্তু খোদার তওহীদে বিশ্বাসী?

এতদ্ব্যতীত তওরাত (দ্বিতীয় বিবরণ)-এর ১৮ অধ্যায়ে এইরূপ একটি আয়াত মজুদ আছে আছে যে, যে ব্যক্তি ঐ আখেরুজ্জামান নবীকে মানিবে না আমি তাহার কৈফিয়ৎ তলব করিব। অতএব যদি কেবল তওহীদই যথেষ্ট হইবে তবে কেন এই কৈফিয়ত তলব করা হইবে? খোদা কি নিজের কথা ভুলিয়া যাইবেন? আমি প্রয়োজন অনুযায়ী কুরআন শরীফ হইতে কয়েকটি আয়াত লিখিলাম। নতুবা কুরআন শরীফ এই জাতীয় আয়াতে ভরপুর। বস্তুতঃ কুরআন শরীফ এই জাতীয় আয়াত দ্বারাই শুরু হইয়াছে, যেমন তিনি বলেন,

اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ صِرَاطَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ

(সূরা ফাতেহা, আয়াতঃ ৬-৭)

অর্থাৎ হে আমাদের খোদা! আমাদিগকে নবী ও রসূলগণের পথে চালিত কর, যাহাদিগকে তুমি পুরস্কার ও আশিস দান করিয়াছ।

এখন এই আয়াত,যাহা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে পড়া হয়, তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, খোদার আধ্যাত্মিক পুরস্কার যাহা আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান ও খোদার ভালবাসা কেবলমাত্র নবী ও রসূলগণের মাধ্যমেই লাভ করা যায়, না অন্য কোন মাধ্যমে। আমি জানি না মিঞা আব্দুল হাকিম খান আদৌ নামায পড়েন কি না। যদি তিনি নামায পড়িতেন তবে এই আয়াতের অর্থ সম্পর্কে অনবহিত থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু যখন তাহার দৃষ্টিতে তওহীদই যথেষ্ট তবে নামাযের কি প্রয়োজন? নামায তো রসূলের উপাসনার একটি পদ্ধতি। যাহার রসূলের অনুবর্তিতার প্রয়োজন নাই, তাহার নামাযের কি প্রয়োজন? তাহার দৃষ্টিতে তো একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মণও নাজাতপ্রাপ্ত। সে কি নামায পড়ে? তাহার মতে এক ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করিয়াও নিজের শুষ্ক তওহীদের দরুন নাজাত পাইতে পারে** এবং এইরূপ ব্যক্তিও নাজাত পাইতে পারে যে ইহুদী বা খৃষ্টান বা আর্য সমাজীদের মধ্যে একেশ্বরবাদী যদিও সে ইসলামের অস্বীকারকারী, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দুশমন। এমতাবস্থায় তাহার এই রায়ই হইবে যে, নামায পড়া অর্থহীন এবং রোযা রাখা নিরর্থক ব্যাপার। কিন্তু একজন মোমেনের জন্য কেবল এই আয়াতই যথেষ্ট যাহা দ্বারা জানা যায় যে, আধ্যাত্মিক সম্পদের মালিক কেবল নবী ও রসূলগণ এবং প্রত্যেকে তাঁহাদের অনুবর্তিতায় অংশ লাভ করে।

অতঃপর সূরা বাকারার শুরুতে এই আয়াত আছে,

ذٰلِكَ الۡكِتٰبُ لَا رَيۡبَ ۛۚ فِيۡهِ ۛۚ هُدًى لِّلۡمُتَّقِيۡنَ ۙ الَّذِيۡنَ يُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡغَيۡبِ وَيُقِيۡمُوۡنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقۡنٰهُمۡ يُنۡفِقُوۡنَ ۙ وَالَّذِيۡنَ يُؤۡمِنُوۡنَ بِمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡكَ وَمَاۤ اُنۡزِلَ مِنۡ قَبۡلِكَ ۚ وَبِالۡاٰخِرَةِ هُمۡ يُوۡقِنُوۡنَ ؕ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنۡ رَّبِّهِمۡ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ

(সূরা আল্ বাকারা, আয়াতঃ৩-৬)

অনুবাদঃ এই কিতাব সন্দেহ ও সংশয় হইতে পবিত্র। ইহাতে মোত্তাকীগণের জন্য হেদায়াত আছে। মোত্তাকী ঐ সকল লোক, যাহারা খোদার উপর (যাঁহার সত্তা গুপ্ততর) ঈমান আনে ও নামায নামায কায়েম করে, নিজেদের ধন-সম্পদ হইতে খোদার রাস্তায় কিছু দান করে এবং ঐ কিতাবের উপর ঈমান যাহা তোমার উপর অবতীর্ণ হইয়াছে এবং এতদ্ব্যতীত ঐ সকল

এরপর সাতের পাতায়...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)- এর ডেনমার্ক যাত্রা, মে, ২০১৬

৬ ই মে, ২০১৬ (শুক্রবার)

হুযুর আনোয়ার (আই.) সকাল সোয়া ৪টায় মসজিদ নুসরাত জাহাঁয় এসে ফজরের নামায পড়ান। নামাযের পর তিনি শয়নকক্ষের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

সকালে অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকেন। দুপুর ২টার সময় হুযুর আনোয়ার মসজিদ নুসরাত জাহাঁ এসে যোহর ও আসরের নামায পড়ান। নামাযের পর তিনি শয়নকক্ষের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

আজ পবিত্র জুমার দিন ছিল। ডেনমার্ক থেকে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর এটি দ্বিতীয় জুমার খুতবা ছিল যা এম.টি.এ-এর মাধ্যমে সারা পৃথিবী ব্যপী সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছিল। এর এগারো বছর পূর্বে ৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৫ সালে হুযুর আনোয়ার (আই.) মসজিদ নুসরাত জাহাঁ,কোপনহেগেন থেকে জুমার খুতবা প্রদান করেছিলেন যা এম.টি.এ-র মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছিল।

আমাদের প্রিয় ইমামের পেছনে জুমার নামায পড়ার জন্য ডেনমার্কের জামাতগুলি ছাড়াও নরওয়ে, বাংলাদেশ, সুইডেন, স্পেন, কানাডা, জার্মানি যুক্তরাজ্য এবং বেলজিয়ামের জামাতগুলি থেকে জামাতের অনেক সংখ্যক সদস্য ডেনমার্ক পৌঁছেছিলেন।

মসজিদ ছাড়া দুটি হলঘর (বৃহত কক্ষ) এবং সামিয়ানাগুলি নামাযিতে পরিপূর্ণ ছিল। এবং সর্বসাকুল্যে ছয় শ'য়ের বেশি মানুষ উপস্থিত ছিল। বেলা দু'টোর সময় হুযুর আনোয়ার (আই.) নুসরাত জাহাঁ মসজিদে আসেন এবং খুতবা প্রদান করেন। (জুমার পরিপূর্ণ খুতবা এই সংখ্যার ৩ নম্বর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর খুতবার ডেনিশ ভাষায় এখানে স্থানীয় ভাবে সরাসরি অনুবাদ করা হয়। খুতবা ৩ টা পাঁচ মিনিট পর্যন্ত জারি থাকে। এর পর হুযুর আনোয়ার (আই.) জুমার সঙ্গে আসরের নামায জমা করে পড়ান। নামাযের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বিশ্রামকক্ষের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

প্রোগ্রাম অনুযায়ী ৭টার সময় হুযুর আনোয়ার (আই.) নিজের অফিসে যান এবং ফ্যামিলিদের সঙ্গে সাক্ষাত পর্ব শুরু হয়। আজ সন্ধ্যের এই সাক্ষাতপর্বে ২৮টি পরিবারের ৯১ জন সদস্য হুযুর আনোয়ার -এর সঙ্গে সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) ছাত্রদেরকে কলম উপহার দেন এবং বাচ্চাদেরকে চকলেট উপহার দেন। প্রত্যেক ফ্যামিলি প্রিয় ইমামের সাথে ফটো তোলার সুযোগ গ্রহণ করেন। সাক্ষাতপর্বটি রাত ৮টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত চলতে থাকে। এর পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বিশ্রামকক্ষের দিকে প্রস্থান করেন।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও প্রিন্ট মিডিয়ায় এবিষয়ে সংবাদ প্রচারিত হয়। ডেনমার্কের ন্যাশনাল টিভি চ্যানেল ডি.এর ৬ই মে ২০১৬ তারিখে রাত ৯টার সংবাদে জামাত প্রসঙ্গে সংবাদ সম্প্রচার করে। সংবাদে বলা হয় যে, আজ থেকে ঠিক ৫০ বছর পূর্বে ৬ই মে, ১৯৬৬ সালে ডেনমার্কের প্রথম মসজিদটির ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। সংবাদের সাথে সেই সময়ের কিছু ভিডিও-র সংক্ষিপ্ত দৃশ্য দেখানো হয় যেখানে সাহেবজাদা মির্যা মুবারাক আহমদ সাহেব মরহুম মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করছেন।

সংবাদে বলা হয় যে, আজ মসজিদ নুসরাত জাহাঁয় এই দিনটি উদযাপিত হচ্ছে। এরই মাঝে হুযুর আনোয়ার (আই.)-কে খুতবা জুমার প্রদান করতে দেখানো হয়। এই টিভি চ্যানেলটি পুরো দেশে দেখানো হয়। ন্যাশনাল টিভি চ্যানেলের এই অনুষ্ঠানটি সাড়ে চার লক্ষ মানুষ দেখেছেন।

ডেনমার্কের টিভি-২ মসজিদ নুসরাত জাহাঁ থেকে ২ মিনিট সরাসরি সম্প্রচার হয়। এতে মসজিদ প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয় যার উত্তরে তাদেরকে বলা হয় যে, এই মসজিদটি ৫০ বছর থেকে এখানে প্রতিষ্ঠিত এবং সমাজে শান্তি প্রসারে ভুমিকা পালন করে আসছে। প্রতিবেশীদের মতে, আহমদীরা সকলের সঙ্গে সর্বদা প্রেম-প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক রেখে এসেছেন এবং এই দীর্ঘ সময় তাদের আচরণ সৌহার্দ্যতাপূর্ণ ছিল। আরও বলা হয় যে, আজকে জামাতে আহমদীয়ায় খলীফা এই প্রসঙ্গেই খুতবা প্রদান করেছেন। খুতবায় তিনি এবিষয়ের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে, সমস্ত আহমদীরা যেন সমাজের জন্য দৃষ্টান্ত হয় এবং অপরের অধিকার প্রদানের প্রতি যত্নবান থাকেন। সবশেষে সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, আপনি কি মনে করেন যে, আজ থেকে ৫০ বছর পরও এই মসজিদটি এখানে প্রতিষ্ঠিত থাকবে? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, ইনশাল্লাহ॥ এখানে একশ বছর পরও এই মসজিদ প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

এই টিভি চ্যানেলের দর্শক সংখ্যা ২০ লক্ষ। মসজিদ এলাকার স্থানীয় সংবাদ-পত্রিকা HVIDOVRE AVIS -এর প্রতিনিধি জুমার সময় মসজিদে আসেন। তিনি জুমার সময়ের বিভিন্ন ফটো তোলেন এবং খুতবা জুমার নোটও লিখেন। এই পত্রিকাটি সপ্তাহে ৫০ হাজার সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরের সপ্তাহের পরবর্তী সংখ্যায় জামাত প্রসঙ্গে সংবাদ প্রকাশিত হবে। ইনশাল্লাহ্॥

৭ই মে, ২০১৬ (শনিবার)

সকালে হুযুর আনোয়ার (আই.) অফিসের ডাক, রিপোর্ট এবং চিঠি-পত্র দেখেন। সেই সমস্ত চিঠি ও রিপোর্ট অনুযায়ী তিনি পথ-প্রদর্শন করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) এখানে অবস্থানকালে লন্ডন এবং বিভিন্ন দেশ থেকে যে সমস্ত ডাক, ই-মেল ও ফ্যাক্স আসে সেগুলি তিনি দেখেন এবং পথ-প্রদর্শন করেন।

প্রোগাম অনুযায়ী হুযুর এগারোটার সময় নিজের অফিসে আসেন এবং ফ্যামিলির ও ব্যক্তিগত সাক্ষাতপর্ব শুরু হয়।

সর্বমোট ৪৮টি পরিবারের ১৬০ জন সদস্য প্রিয় ইমামের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করেন। প্রত্যেকেই হুযুরের সঙ্গে ফোটো তোলার সুযোগ গ্রহণ করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) ছাত্রদেরকে কলম উপহার দেন এবং বাচ্চাদেরকে চকলেট উপহার দেন।

প্রোগ্রাম অনুসারে হুযুর আনোয়ার (আই.) সাড়ে ৪টার সময় মিটিং রুমে আসেন যেখানে ডেনমার্কের ন্যাশনাল মজলিসে আমলা লাজনা ইমাউল্লাহ্-র সাথে হুযুর আনোয়ার (আই.) মিটিং শুরু হয়। হুযুর দোয়া করান এবং এরপর সদর লাজনা আমলার সদস্যাদের পরিচয় করিয়ে দেন। হুযুর মজলিসের সংখ্যা এবং সদস্যা সংখ্যার কথা জানতে চান। জেনারেল সেক্রেটারী সাহেবা বলেন, আমাদের মজলিসের সংখ্যা ৬টি যাদের মধ্যে ৫টি মজলিস নিয়মিত রিপোর্ট দেয়। ডেনমার্কে মোট লাজনা সংখ্যা হল ১৮০ এবং নাসেরাতের সংখ্যা হল ৩৫। এছাড়াও ৭ বছরের নীচে ২৪ জন মেয়ে আছে।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) সেক্রেটারী তরবীয়তের কাছে তাদের কর্মসূচির বিষয়ে জানতে চান। হুযুর আনোয়ার তাদেরকে নির্দেশনা দিয়ে বলেন, লাজনা সর্বপ্রথম সকলকে নামাজের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করুন এবং এর পর কুরআন করীম তিলাওয়াতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষন করুন। মায়েদেরকে বলে দিন তারা বাড়িতে নামায ও তিলাওয়াত করবেন। এই দু'টি আবশ্যিক এবং মৌলিক বিষয়। এছাড়া তারা যেন বাড়িতে এম.টি.এ দেখে এবং ছোটদেরকেও দেখায়। এম.টি.এ-র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি খুতবা জুমায়ও বলেছিলাম যে, এম.টি.এ-এর মাধ্যমে প্রত্যেক বাড়িতে আমার খুতবা পৌঁছে যাচ্ছে, প্রত্যেকেই শুনতে পারে। এর অর্থ এই ছিল যে, অন্তত পক্ষে জুমার খুতবা যেন শুনে। আর যদি এটিও সম্ভব না হয় তবে খুতবার সংক্ষিপ্তসার তৈরী করে ডেনিশ ভাষায় অনুবাদ করে লাজনা সদস্যাদের কাছে পৌঁছে দিন। হুযুর আনোয়ার বলেন, খুতবার অনুবাদ যদি ডেনিশ ভাষায় করা সম্ভব না হয় তবে আপনাদের মুরুব্বী সাহেবের কাছ থেকে সেটি সংগ্রহ করে লাজনাদের কাছে পৌঁছে দিন।

(অবশিষ্ট পরের সংখ্যায়)

মহানবী (সা.)-এর হাদীস

হযরত ওমর (রা.) রেওয়ায়াত করেন,

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, " রমযান মাসে আল্লাহ্‌র যিকর যারা করেন তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়, এ মাসে আল্লাহ্‌র কাছে চেয়ে কেউ বঞ্চিত থাকে না"। আঁ হযরত (সা.) এ কথাও বলেছেন, "রোযাদার ব্যক্তি ইফতারী করার সময় যা দোয়া করে তা কখনোই না মঞ্জুর হয় না"। (ইবনে মাজা)

জুমআর খুতবা

আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদেরকে বলছেন যে, নিজের কার্যকলাপের ওপর সবসময় সতর্ক দৃষ্টি রাখ, বিশ্লেষণ কর যে, কোথাও শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করছো না তো। এটি দেখ যে, ছোট ছোট বিষয় অস্বীকার করে বা অমান্য করে শয়তানের অনুসরণ করছ কিনা বা বড় বড় পাপে লিপ্ত হয়ে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করছো কিনা। কেবল কট্টরপন্থী এবং উগ্রপন্থী আর হত্যাকারীরাই শয়তানের অনুসারী নয় বরং মানুষ যদি খোদার কোন সামান্য নির্দেশকেও অবজ্ঞা করে তাহলে সে আসলে শয়তানের দিকেই অগ্রসর হয়। তাই অনেক বেশি সবাধান থাকতে হবে।

সুতরাং শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার জন্য ঘরেই আমাদের এমন দুর্গ গড়ে তুলতে হবে যে, তার প্রতিটি হামলা থেকে শুধু নিরাপদ থাকলেই হবে না বরং তার আক্রমণের দাঁতভাঙ্গা উত্তরও তাকে দিতে হবে।

শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার সবচেয়ে বড় আশ্রয়স্থল হলেন আল্লাহ্ তা'লা। অতএব বিভ্রান্তির শিকার এই যুগে ইস্তেগফার করে খোদার আশ্রয়ে স্থান পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। ইস্তেগফারের মাধ্যমেই মানুষ খোদার পবিত্র আশ্রয়ের গন্ডিতে স্থান পেতে পারে।

অধিকাংশ ঘরের কথা চিন্তা করে দেখুন, আজকাল ছোট থেকে বড় পর্যন্ত অধিকাংশ ঘরের মানুষ ফজরের নামায এজন্য পড়ে না যে, রাত দুপুর পর্যন্ত তারা টেলিভিশন দেখে বা ইন্টারনেটে বসে থাকে আর নিজের পছন্দের অনুষ্ঠান দেখতে থাকে যার ফলে সকালে তাদের ঘুম ভাঙ্গে না, বরং এমন লোকদের সকালে নামায পড়ার প্রতি মনোযোগই থাকে না।

শয়তান কেবল একটি জাগতিক অনুষ্ঠানের লোভে মানুষকে নামায থেকে দূরে নিয়ে যায়। এছাড়া ইন্টারনেটও এমন একটি বিষয় যাতে বিভিন্ন প্রকার অন্যান্য অনুষ্ঠান ও এপ্লিকেশন রয়েছে, যা ফোন, আইপ্যাডের মাধ্যমে মানুষকে পাপে জড়াতে থাকে।

অনুচিত বিনোদন এবং যাবতীয় প্রকারের গর্হিত কর্ম এবং শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মহানবী (সা.)-এর একটি পূর্ণাঙ্গ দোয়ার উল্লেখ।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এমটিএ দিয়েছেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আধ্যাত্মিক প্রোগ্রাম এবং জ্ঞানে উন্নতির জন্য ওয়েবসাইটও দিয়েছেন। যদি আমরা এদিকে বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করি কেবল তবেই আমাদের দৃষ্টি সেই দিকে থাকবে যার ফলে আমরা খোদার নিকটতর হব এবং শয়তান থেকে মুক্ত থাকব।

এ কথা প্রত্যেক আহমদী পরিবারকে আবশ্যক করে নিতে হবে যে, পুরো পরিবার সম্মিলিতভাবে প্রত্যেক সপ্তাহে অন্তত পক্ষে খুতবা যেন অবশ্যই শোনে আর কমপক্ষে দৈনিক এক ঘন্টা যেন এমটিএ-র অন্যান্য অনুষ্ঠান দেখে। যেসব ঘরে এই নির্দেশ মেনে চলা হচ্ছে সেখানে আল্লাহ্ তা'লার ফজলে দেখা যায় যে, পুরো পরিবার ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট, সন্তান-সন্ততিরাও ধর্ম শিখছে আর বড়রাও শিখছে। এটি মেনে চললে যেখানে ধর্মীয় লাভ হবে সেখানে শয়তানের সাথেও দূরত্ব সৃষ্টি হবে।

জামাতী ব্যবস্থাপনা এবং বিশেষ করে অঙ্গ সংগঠনগুলির সদস্যদেরকে তত্ত্বধান করার এবং জামাতের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য বাস্তবিক প্রচেষ্টা নির্দেশ এবং তাকিদপূর্ণ উপদেশ।

ওহদাদারদের আচার-আচরণ এমন হওয়া উচিত, যেন তা স্নেহের সাথে তাদেরকে জামাতের কার্যকলাপের সাথে সম্পৃক্ত করে, মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট করে। জামাতের সাথে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা উচিত নতুবা শয়তান দুর্বলের সন্ধানে থাকে। সে এই সুযোগে থাকে যে, কোন স্থানে কারো হৃদয়ে ওহদাদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দানা বাঁধবে আর তার ওপর আক্রমণ করে আমি তাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনব।

বিশেষ করে যাদের ওপর ধর্মীয় কাজের দায়িত্ব ন্যাস্ত হয়েছে, জামাতের বন্ধুদের তরবীয়তের দায়িত্ব যাদের ওপর রয়েছে, তাদের উচিত হবে নিজেদের কথা এবং কর্মকে খোদার সন্তুষ্টির অধীনস্ত করা আর বিশুদ্ধ চিত্তে খোদার কাছে দোয়া করা যে, তাদের কারণে কেউ যেন শয়তানের কোলে গিয়ে আশ্রয় না চায় বা না পায় এবং কোন ভাবে কোন ব্যক্তি যেন শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক সুইডেনের মসজিদে নাসের গোটনবার্গএ প্রদত্ত ২০ শে মে, ২০১৬, এর জুমুআর খুতবা (২০ শে হিজরত,১৩৯৫ হিজরী শামসী)

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۔

(সূরা আন্-নূর: ২২)

অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ! শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। আর যে ব্যক্তিই শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে তার জানা উচিত যে, শয়তান নির্লজ্জতা এবং অপছন্দনীয় বিষয়েরই নির্দেশ দেয়। যদি তোমাদের প্রতি খোদার রহমত না হতো তাহলে তোমাদের কেউ কখনো পবিত্র হতে পারতো না। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে চান পবিত্র করেন। আর আল্লাহ্ তা'লা সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞানী।

আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত ছাড়া অন্যান্য স্থানেও আদম সন্তান এবং মু'মিনদের শয়তানকে বর্জন করার এবং তার পদাঙ্ক অনুসরণ না করার নির্দেশ দিয়েছেন। এর কারণ হলো শয়তান খোদা তা'লার প্রতি অবাধ্য, আল্লাহ্‌র আদেশ বিরুদ্ধ কাজ করে, তাঁর নির্দেশের প্রতি বিদ্রোহ করে। আর এটি স্পষ্ট কথা, যে খোদার অবাধ্য এবং খোদার নির্দেশের বিরুদ্ধে চলে সে, যা সে নিজে করে তার অনুসরনকারীদেরকেও তা-ই শিখাবে। আর এর সহজাত ফলাফল যা দাঁড়াবে তা হলো, শয়তান নিজে জাহান্নামের ইন্ধন তো বটেই, যারা তার অনুসরণ করে তাদেরকেও সে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত করে। আল্লাহ্ তা'লা শয়তানকে সম্বোধন করে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদের দ্বারা আমি জাহান্নামকে পরিপূর্ণ করবো, তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর স্পষ্টভাবে এসব কিছু বলার পর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এরপরও কি মানুষ বোঝে না যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তাই এই শত্রু সম্পর্কে সাবধান থাক।

মানুষের একটি শ্রেণী এমন রয়েছে যারা ধর্মের কিছুই জানে না, তারা এটিও বোঝে না যে, জান্নাত এবং জাহান্নামের স্বরূপ কী। খোদার সত্তায়ও তাদের বিশ্বাস নেই। তারা ধর্মের কথা বোঝেও না আর বোঝার চেষ্টাও করে না। অথবা এসব দেশে কিছু মানুষ ইসলাম সম্পর্কে পড়লেও জ্ঞান অর্জনের সীমা পর্যন্তই পড়ে বা এটি বলার জন্য পড়ে যে, আমরা ধর্ম এবং ইসলাম সম্পর্কে খুব ভালো জানি। অথচ এদের জ্ঞান শুধু অগভীর হয়ে থাকে আর শুধু কিতাব নির্ভর হয়ে থাকে। এছাড়া কিছু এমনও আছে যারা আপত্তি এবং সমালোচনার উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ করে এবং ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা এবং এই সৌন্দর্য থেকে তারা কিছুই গ্রহণ করে না এবং শয়তানের কবল থেকে বের হওয়ার সৌভাগ্যও তাদের হয় না। আর তারা আল্লাহ্‌র সন্ধানেও থাকে না এবং এই সন্ধানের কোন আগ্রহ ও একাগ্রতাও তাদের মধ্যে থাকে না। এমন মানুষ নিঃসন্দেহে শয়তানেরই অনুসারী। কিন্তু কিছু এমন মানুষও রয়েছে যারা ঈমান আনার দাবি করা সত্ত্বেও, মু'মিন হওয়ার দাবি করা সত্ত্বেও শয়তানের অনুসরণ করে বা অবচেতন মনে এমন কাজ করে। অথবা খোদার ক্রোড়ে পুরোপুরি আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা না করে শয়তানের অনুসারী হয়ে যায় বা হয়ে যেতে পারে। সে কারণেই আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে মু'মিনদের সতর্ক করে বলছেন যে, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। মু'মিনদের সাবধান করছেন, একথা মনে করো না যে, আমরা ঈমান এনেছি, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি তাই এখন আমরা চিন্তামুক্ত। তারা এটি মনে করে যে, শয়তানের আক্রমন বা শয়তানের অনুসরণ করা থেকে এখন আমরা চিন্তামুক্ত। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, শয়তানের আক্রমণের আশঙ্কা এখনো একইভাবে রয়েছে, মু'মিনরাও শয়তানের হামলার শিকার হতে পারে বা তার থাবার শিকার হতে পারে, যেভাবে এক অ-মু'মিন হয়ে থাকে। তাই প্রত্যেক মু'মিনের জন্য আবশ্যক হলো শয়তানের আক্রমন থেকে আত্মরক্ষার জন্য সবসময় খোদাকে স্মরণ রাখা।

শয়তান প্রথম দিন থেকেই আদম সন্তানকে পুণ্যের পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে অনুমতি নিয়েছিল, এই দাবির সাথে যে, আমাকে মানুষকে বিভ্রান্ত করা এবং আমার অনুসরণ করানোর যদি অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে আমি সকল রাস্তায় এবং সকল মোড়ে বসে তাদেরকে বিভ্রান্ত করবো, বিভিন্ন বাহানা, বিভিন্ন ছল-চাতুরির মাধ্যমে তাদেরকে আমার অনুসরণ করাবো। শয়তান দাবি করেছিল যে, মানুষের সংখ্যা গরিষ্ঠ শ্রেণী আমারই অনুসরণ করবে। অতএব আজ পৃথিবীতে আমরা এসব কিছুই ঘটতে দেখছি। এমনকি যারা ঈমানের দাবি করে তারাও শয়তানের অনুসরণ করছে, অথচ আল্লাহ্ তা'লা সতর্ক করেছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ (সূরা আন্-নিসা: ৯৪) অর্থাৎ যে জেনেশুনে কোন মু'মিনকে হত্যা করে তার শাস্তি হবে জাহান্নাম। আজকাল মুসলিম বিশ্বে যা কিছু ঘটছে এটি কী? পরস্পরের শিরোচ্ছেদ করে এরা শয়তানেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছে। এমনিতেও বিনা কারণে কাউকে হত্যা করা এবং উগ্রপন্থীরা বিনা কারণে যাদেরকে হত্যা করছে এসবই শয়তানী কার্যকলাপ আর এসবই জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। অথচ শয়তানের প্ররোচনায় জান্নাতে যাওয়ার নামে তারা এসব করে। শয়তান বলে, এমন অপকর্ম কর তাহলে জান্নাতে যাবে। আর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এ কাজ করলে জান্নাতে নয় বরং জাহান্নামে যাবে কেননা তোমরা শয়তানের অনুসরণ করছো।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদেরকে বলছেন যে, নিজের কার্যকলাপের ওপর সবসময় সতর্ক দৃষ্টি রাখ, বিশ্লেষণ কর যে, কোথাও শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করছো না তো। এটি দেখ যে, ছোট ছোট বিষয় অস্বীকার করে বা অমান্য করে শয়তানের অনুসরণ করছ কিনা বা বড় বড় পাপে লিপ্ত হয়ে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করছো কিনা। কেবল কট্টরপন্থী এবং উগ্রপন্থী আর হত্যাকারীরাই শয়তানের অনুসারী নয় বরং মানুষ যদি খোদার কোন সামান্য নির্দেশকেও অবজ্ঞা করে তাহলে সে আসলে শয়তানের দিকেই অগ্রসর হয়। তাই অনেক বেশি সবাধান থাকতে হবে। প্রকৃত মু'মিন হতে হলে অনেক সাবধান হতে হবে। শয়তান যখন আক্রমন করে, সে যখন মানুষকে প্ররোচিত করে বা বিভ্রান্ত করে, সেই বিভ্রান্তি এমন নয় যা মানুষ সহজে বুঝতে পারবে। শয়তান যখন মানুষকে বিভ্রান্ত করে বা পাপে প্ররোচিত করে, আল্লাহ্‌র নির্দেশের অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায় তখন প্রকাশ্যে এটি বলে না যে, অবাধ্য হও বা আল্লাহ্ থেকে দূরে চলে যাও বা এই পাপ কর, বরং সে নেকী বা পুণ্যের ছদ্মাবরণে পাপ করায় আর আদমকেও সে পুণ্যের নামেই আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করিয়েছিল । আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি তা এই কথার ওপরও আলোকপাত করে যে, কিভাবে পাপের প্রসার হয় আর কিভাবে পাপ এক স্থান থেকে প্রসার লাভ করতে করতে এক ব্যপক এলাকাকে পরিবেষ্টন করে। মানুষ যখন শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আর পাপের ময়দানে এক পদক্ষেপের পর দ্বিতীয় পদক্ষেপ নেয়, এর অর্থ হলো সে পাপের প্রসার করছে। প্রথম দিকে একটি পাপ বাহ্যত খুবই তুচ্ছ বা ছোট মনে হয় বা মানুষ মনে করে যে, এই পাপ তার বা সমাজের কিইবা ক্ষতি করবে। কিন্তু এটি ক্রমেই এক বৃহত্তর পরিসরে ছড়িয়ে যায় বা মানুষের এক বিরাট শ্রেণী সেই পাপে লিপ্ত হয় বা সেই পাপ দেখেও চোখ বন্ধ করে রাখে বা সমাজের ভয়ে সেটিকে পাপ বলতে ভয় পায় বা হীনমন্যতার শিকার হয় এবং মনে করে যে, এর বিরুদ্ধে কিছু বললে সমাজের দৃষ্টিতে তার মর্যাদা হানি হবে এবং এই ভয়ে সে চুপ থাকে আর কিছু বলে না। এই সমাজের অনেক কথা এমন রয়েছে যা স্বাধীনতার নামে সমাজে ঘটছে, আর সরকারও তার সামনে নতি স্বীকার করে, কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে সেগুলি পাপ।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই সমাজে বাহ্যত একটি ছোট পাপ রয়েছে, এদের দৃষ্টিতে এটি ছোট পাপ। অর্থাৎ পর্দা করলে নারীদের অধিকার খর্ব হয়। আর এই সমাজে পর্দার বিরুদ্ধে অনেক উচ্চবাচ্য করা হয়, আর তাদের দৃষ্টিতে এই উচ্চবাচ্য করা কোন পাপ নয় বরং এরা বলে যে, এ সম্পর্কে কোন শরীয়তের নাক গলানোর প্রয়োজন ছিল না। আর কোন কোন মেয়ে হীনমন্যতার শিকার হয় এবং ভাবে যে, পর্দা করলে মানুষ কি বলবে বা বন্ধু বান্ধবীরা পছন্দ করবে না বা স্কুল ও কলেজে ছাত্ররা বা শিক্ষকরা অনেক সময় এই পর্দার প্রতি কটাক্ষ করে, তখন এরা পর্দায় শৈথিল্য প্রদর্শন করে। শয়তান বলে এটি সামান্য একটি বিষয়, এই নির্দেশকে অমান্য করে তুমি তো নিজের যে সম্ভ্রম ও সম্মান নষ্ট করছো না। সমাজের তীর্যক সমালোচনা এড়িয়ে চলার জন্য নিজের বোরকা, নেকাব বা তোমার ওড়না খুলে ফেল। এতে কিছু যায় আসে না, বাকি সব কাজই তো ইসলামী শিক্ষার অধীনে করছো। তখন যে মহিলা পর্দা খুলে ফেলে তাদের এ কথা মনে থাকে না যে, এটি এমন একটি নির্দেশ যার কথা কুরআন শরীফে উল্লেখিত আছে। নারীর ভূষন হলো তার শালীন পোষাক। পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশা এড়ানোর মধ্যেই নারীর পবিত্রতা নিহিত। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ সমাজে এমন আহমদী মেয়েরাও রয়েছে যারা তাদের পর্দার বিরুদ্ধে পুরুষের আপত্তির দাঁতভাঙ্গা উত্তর দিয়ে থাকেন। তারা বলেন যে, এটি আমাদের স্বাধীন কাজ, আমরা যা পছন্দ করি আমরা তাই করছি। তোমরা আমাদেরকে পর্দা খুলতে বাধ্য করে আমাদের স্বাধীনতা কেন হরণ করছ। আমাদের রুচি অনুসারে আমাদের পোষাক পরিধান এবং অবলম্বনের পূর্ণ অধিকার এবং স্বাধীনতা আমাদের রয়েছে। কিন্তু এমনও অনেকে আছে যারা আহমদী হওয়া সত্ত্বেও বলে যে, সমাজে পর্দা করা বা ওড়না পড়া খুবই দুরুহ একটি কাজ, আমাদের লজ্জা হয়। আশৈশব পিতা-মাতার উচিত মেয়েদের মাঝে এই কথাই গ্রথিত করা যে, ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ না করলে লজ্জা পাওয়া উচিত, খোদার নির্দেশ মানতে গিয়ে লজ্জাবোধ করা উচিত নয়।

অনুরূপভাবে ছেলেদের মাঝেও সমাজের স্বাধীনতার কারণে কিছু এমন পাপ রয়েছে যা নীরবে মানুষের মাঝে অনুপ্রবেশ করে। এক ছেলে যখন

এমন পাপে জড়িয়ে যায় তখন অন্যান্য পাপও তাদের মাঝে স্থান করে আর তারা এমন পাপে জড়িয়ে যায়।

সুতরাং শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার জন্য ঘরেই আমাদের এমন দুর্গ গড়ে তুলতে হবে যে, তার প্রতিটি হামলা থেকে শুধু নিরাপদ থাকলেই হবে না বরং তার আক্রমণের দাঁতভাঙ্গা উত্তরও তাকে দিতে হবে। শয়তানের স্নেহ এবং ভালোবাসাকে ভালোবাসা মনে করে সেটিকে নিজেদের জীবনে হস্তক্ষেপ করতে দেবেন না বরং প্রতিটি মুহূর্ত ইস্তেগফারে রত থেকে খোদার নিরাপত্তার দুর্গে আশ্রয় পাওয়ার জন্য প্রত্যেক আহমদীর চেষ্টা করা উচিত। শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার সবচেয়ে বড় আশ্রয়স্থল হলেন আল্লাহ্ তা'লা। অতএব বিভ্রান্তির শিকার এই যুগে ইস্তেগফার করে খোদার আশ্রয়ে স্থান পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। ইস্তেগফারের মাধ্যমেই মানুষ খোদার পবিত্র আশ্রয়ের গন্ডিতে স্থান পেতে পারে।

কোন মানুষ জেনেশুনে কোন পাপে লিপ্ত হয় না। ক্ষতি হবে জেনেও মানুষ যদি সেই কাজ করার চেষ্টা করে তবে এটি প্রকৃতি বিরোধী কাজ। একজন প্রকৃত মু'মিনকে আল্লাহ্ তা'লা এমনিতেই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ভালো এবং মন্দ সম্পর্কে অবহিত করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র শিক্ষা অনুসারে পাপ-পুণ্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে মানুষের পাপ বর্জন এবং পুণ্য কাজ করার চেষ্টা করা উচিত। শয়তান জানে যে, যতক্ষণ মানুষ খোদার নিরাপত্তা বেষ্টনিতে রয়েছে, তাঁর নিরাপত্তা দুর্গে রয়েছে, সে তার ক্ষতি করতে পারবে না। তাই শয়তান মানুষকে এই সুরক্ষিত আশ্রয়স্থল থেকে এবং এই দুর্গ থেকে বের করে নিয়ে আসে এবং তাকে নিজের পেছনে পরিচালিত করতে পারে। আর খোদার আশ্রয়গন্ডি থেকে বা নিরাপত্তা বেষ্টনি থেকে বের করার জন্য, শয়তান প্রথমে পুণ্য কর্মের প্রলোভন দেখিয়েই আল্লাহ্‌র ফযল থেকে বের করে। অনেক সময় পুণ্যের নামে, মানবীয় সহানুভূতির নামে, অন্যের সাহায্যের নামে নর ও নারীর পরস্পর মেলামেশা হয়, একে অন্যের সাথে পরিচিত হয় যা পরবর্তীতে ভয়াবহ পরিণতিতে পর্যবসিত হয়। সে কারণেই মহানবী (সা.) এমন মহিলাদের ঘরে যেতেও নিষেধ করতেন যাদের ঘরে স্বামী নেই বা পুরুষ নেই, আর এর কারণ তিনি এটি বর্ণনা করেছেন যে, শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় রক্তের মতই সঞ্চালিত হচ্ছে।

(সুনান আত তিরমিযী, কিতাবুর রিযা)

এই নির্দেশে তিনি (সা.) একটি নীতিগত কথা বলেছেন যে, 'না মাহরাম' অর্থাৎ যাদের সাথে পরস্পর বিয়ে হওয়াকে ইসলাম বৈধতা প্রদান করেছে তারা যেন স্বাধীনভাবে মেলামেশা না করে, এর ফলে শয়তান নিজের কাজ করার সুযোগ নিবে।

সুতরাং এই সমাজে আহমদীদের বিশেষভাবে সাবধান থাকার প্রয়োজন রয়েছে যেখানে স্বাধীনতার নামে ছেলে মেয়েদের অবাধ মেলামেশা বা গোপন মেলামেশাকে কোন প্রকার অন্যায় মনে করা হয় না।

শুধু নির্বোধ ছেলেমেয়েদের কারণেই পাপের প্রসার ঘটছে না বরং এটিও দেখা গেছে যে, বিবাহিত লোকদের মাঝেও স্বাধীনতা এবং বন্ধুত্বের নামে বাড়িতে অবাধ আনাগোনা, অবাধ মেলামেশা সমস্যার সৃষ্টি করে এবং সংসার নষ্ট হয়। তাই আমরা, যাদের ওপর খোদা অনুগ্রহ করেছেন, যাদের আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার তৌফিক দিয়েছেন যিনি ইসলামের প্রতিটি নির্দেশের পেছনে যে যুক্তি আছে তা আমাদেরকে বুঝিয়েছেন, আমাদের রসূলে করীম (সা.) এবং খোদার প্রতিটি নির্দেশ কোন প্রশ্ন এবং কোন প্রকার দ্বিধা -দ্বন্দে লিপ্ত না হয়ে মেনে চলা উচিত।

আজকাল বিভিন্ন পাপের মধ্যে টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটও রয়েছে যার সাথে অনেক পাপের সম্পর্ক। অধিকাংশ ঘরের কথা চিন্তা করে দেখুন, আজকাল ছোট থেকে বড় পর্যন্ত অধিকাংশ ঘরের মানুষ ফজরের নামায এজন্য পড়ে না যে, রাত দুপুর পর্যন্ত তারা টেলিভিশন দেখে বা ইন্টারনেটে বসে থাকে আর নিজের পছন্দের অনুষ্ঠান দেখতে থাকে যার ফলে সকালে তাদের ঘুম ভাঙ্গে না, বরং এমন লোকদের সকালে নামায পড়ার প্রতি মনোযোগই থাকে না। এই দুটি বিষয় এবং এ ধরণের বাজে কার্যকলাপ এমন যে, তা কেবল দুএকবারই আপনাদের নামায নষ্ট করে না বরং যাদের অভ্যাস হয়ে যায় তাদের নিত্যদিনের একই ব্যস্ততা থাকে, তারা রাত দুপুর পর্যন্ত প্রোগ্রাম দেখতে থাকে বা ইন্টারনেটে বসে থাকে আর ফজরের সময় নামাযের জন্য উঠা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। বরং তারা ওঠেই না এবং অনেকে এমনও আছে যাদের দৃষ্টিতে নামাযের কোন গুরুত্বই নেই।

নামায যে একটি মৌলিক দায়িত্ব যা পড়া সর্বাবস্থায় আবশ্যক, এমনকি যুদ্ধ, কষ্ট বা রোগ ব্যধির মাঝেও বসে নামায পড়তে হলেও বা শায়িত অবস্থায় পড়তে হলেও বা যুদ্ধের ক্ষেত্রে এবং সফরে কসর করে হলেও নামায পড়তে হয়। সাধারণ অবস্থায় বা শান্তির সময় তো পুরুষদের বা-জামাআত এবং মহিলাদেরও সময়মত নামায পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু শয়তান কেবল একটি জাগতিক অনুষ্ঠানের লোভে মানুষকে নামায থেকে দূরে নিয়ে যায়। এছাড়া ইন্টারনেটও এমন একটি বিষয় যাতে বিভিন্ন প্রকার অন্যান্য অনুষ্ঠান ও এপ্লিকেশন রয়েছে, যা ফোন, আইপ্যাডের মাধ্যমে মানুষকে পাপে জড়াতে থাকে। প্রথমে এতে ভালো অনুষ্ঠান দেখা হয় এবং আকর্ষন সৃষ্টি করা হয়, এরপর সকল প্রকার নোংরা এবং চরিত্র বিধ্বংসী অনুষ্ঠান দেখা হয়। অনেক ঘরে অশান্তির কারণ হলো স্ত্রীর অধিকার প্রদান করা হচ্ছে না, সন্তান-সন্ততির প্রাপ্য দেওয়া হচ্ছে না, আর এর কারণ কী? কারণ হলো, পুরুষ রাতের বেলা টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটে বাজে অনুষ্ঠানে রত হয়ে যায় আর এমন ঘরের সন্তান সন্ততিরাও এমনই হয়ে যায়, তারাও সেসব অনুষ্ঠানই দেখে। সুতরাং এক আহমদী পরিবারের এসব রোগ-ব্যধি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা উচিত।

রসূলে করীম (সা.) মু'মিনদের শয়তান থেকে মুক্ত রাখার ব্যাপারে কতই না চিন্তিত থাকতেন! তিনি (সা.) কিভাবে তাঁর সাহাবীদের শয়তান থেকে মুক্ত থাকার দোয়া শেখাতেন, কত অর্থবহ এবং পূর্ণাঙ্গ দোয়া শেখাতেন সে সম্পর্কে এক সাহাবী এইরূপ বর্ণনা করেন যে, তিনি (সা.) আমাদের দোয়া শিখিয়েছেন, "হে আল্লাহ্! আমাদের হৃদয়ে ভালোবাসা সঞ্চার কর, আমাদের সংশোধন কর, আমাদেরকে শান্তি এবং নিরাপত্তার পথে পরিচালিত কর, অমানিশা থেকে মুক্তি দিয়ে আমাদেরকে আলোর পথে পরিচালিত কর, আমাদেরকে প্রকাশ্য এবং গোপন অশ্লীলতা থেকে মুক্ত কর, আর আমাদের জন্য আমাদের কানে, চোখে, হৃদয়ে আমাদের স্ত্রীদের এবং সন্তান-সন্ততির মাঝে কল্যাণ রেখে দাও। আমাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিপাত কর, কেননা তুমিই তওবা গ্রহণকারী এবং বার বার কৃপাকারী। আমাদেরকে তোমার নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং সেই নিয়ামতের কথা স্মরণকারী এবং তা গ্রহণকারী বান্দায় পরিণত কর। হে আল্লাহ্! আমাদের ওপর তোমার নিয়ামতকে পূর্ণতা এবং উৎকর্ষতা দান কর।"

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত)

অতএব এই হলো সেই দোয়া যা সকল জাগতিক অন্যায় বিনোদন , সকল বৃথা কার্যকলাপ এবং শয়তানী আক্রমণ থেকে বিরত রাখার জন্য শেখানো হয়েছে।

আজও পৃথিবীতে বিনোদনের নামে বিভিন্ন অপকর্ম চলছে। মানুষ যখন কান এবং চোখে বরকতের জন্য দোয়া করে, শান্তি লাভ এবং অন্ধকার থেকে আলোতে যাওয়ার জন্য যখন দোয়া করে, স্ত্রীদের অধিকার প্রদানের সামর্থ লাভের জন্য যখন দোয়া করে এবং সন্তানের জন্য যদি এই দোয়া করে যে, তারা হৃদয়ের স্নিগ্ধতার কারণ হোক তাহলে গর্হিত এবং অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে দৃষ্টি নিজ থেকেই সরে যাবে। আর এভাবে একজন মু'মিন সম্পূর্ণ পরিবারকে শয়তান থেকে বাঁচানোর একটি মাধ্যম হবে।

সুতরাং আমরা যে যুগ অতিবাহিত করছি এটি বিচ্ছিন্ন কোন একটি দেশের বিষয় নয় বরং পুরো পৃথিবীরই অবস্থা অনুরূপ। প্রচার মাধ্যম আমাদেরকে নিকটতর করেছে। দুর্ভাগ্যবশত পুণ্যে নিকটতর করার পরিবর্তে শয়তানের অনুসরণের ক্ষেত্রে অধিক নিকটতর করেছে। এমন অবস্থায় একজন আহমদীর নিজের অবস্থার ওপর গভীর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এমটিএ দিয়েছেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আধ্যাত্মিক প্রোগ্রাম এবং জ্ঞানে উন্নতির জন্য ওয়েবসাইটও দিয়েছেন। যদি আমরা এদিকে বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করি কেবল তবেই আমাদের দৃষ্টি সেই দিকে থাকবে যার ফলে আমরা খোদার নিকটতর হব এবং শয়তান থেকে মুক্ত থাকব।

বিনোদনের জন্য অন্যান্য টেলিভিশন চ্যানেল দেখলেও সাবধান থাকা উচিত অর্থাৎ পিতা-মাতারও সাবধান থাকা উচিত এবং সন্তান-সন্ততিরও লক্ষ্য রাখা উচিত, সেই অনুষ্ঠান দেখা উচিত যা শালীন। যেখানেই নোংরামী থাকবে তা থেকে বিরত থাকুন। কেননা, এগুলো নির্লজ্জতা এবং অপচ্ছন্দনীয় বিষয়ের দিকে নিয়ে যায়, এটি সে দিকে নিয়ে যায় যে দিকে গেলে খোদার সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ কথা প্রত্যেক আহমদী পরিবারকে আবশ্যক করে নিতে হবে যে, পুরো পরিবার সম্মিলিতভাবে প্রত্যেক সপ্তাহে অন্তত পক্ষে খুতবা যেন অবশ্যই শোনে আর কমপক্ষে দৈনিক এক ঘন্টা যেন এমটিএ-র অন্যান্য অনুষ্ঠান দেখে। যেসব ঘরে এই নির্দেশ মেনে চলা হচ্ছে

সেখানে আল্লাহ্ তা'লার ফজলে দেখা যায় যে, পুরো পরিবার ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট, সন্তান-সন্ততিরাও ধর্ম শিখছে আর বড়রাও শিখছে। এটি মেনে চললে যেখানে ধর্মীয় লাভ হবে সেখানে শয়তানের সাথেও দূরত্ব সৃষ্টি হবে, খোদার নৈকট্য অর্জনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে। সংসারে সুখ-শান্তিও ফিরে আসবে আর কল্যাণ এবং বরকতও লাভ হবে যেভাবে মহানবী (সা.) দোয়ায় শিখিয়েছেন।

এক মা আমাকে লিখেছেন যে, আমার ছেলে ১৭ বছর পর্যন্ত ঠিক ছিল, নামাযও পড়ত, মজলিসের কাজে আগ্রহ প্রকাশ করত। কিন্তু বড় হয়ে কিছুটা স্বাধীনতা পাওয়ার পর তার কিছু বন্ধুদের কারণে ধর্ম থেকে সে সম্পূর্ণভাবে দূরে চলে গেছে। এটি সত্য কথা যে, বয়সের এক সীমায় গিয়ে ছেলে-মেয়েদের ওপর পরিবেশের প্রভাব পড়তে পারে। কিন্তু সন্তানসন্ততির সাথে পিতা-মাতার যদি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকে, ভালো-মন্দের পার্থক্য যদি তাদেরকে অবহিত করা হয়, ঘরের পরিবেশকে যদি ধর্মীয় করা হয়, আমি যেভাবে বলেছি যে, জাগতিক বা বৈষয়িক বিনোদনের যেখানে উপকরণ রয়েছে, বিনোদনের সেই সব সামগ্রীর মাঝে, সেইসব বিষয়ের মাঝে তরবীয়তের বিষয়াদীও রয়েছে, যদি সবাই সম্মিলিতভাবে বসে, দেখে, তাথেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করে আর বাচ্চাদের মাঝে যদি এই চেতনা কাজ করে যে, ঘরে তাদের গুরুত্ব রয়েছে, তাহলে তারা বাইরে যাবে না। তারা সুখের সন্ধানে বাইরে যাবে না বরং ঘরেই সুখ সন্ধান করবে।

এছাড়া পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো সন্তান-সন্ততিকে মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত করা, অঙ্গ-সংগঠনের কাজে যুক্ত করা।

এখানে আমি অঙ্গ-সংগঠন এবং জামাতী ব্যবস্থাপনাকে বলব, বিশেষ করে অঙ্গ-সংগঠনগুলোকে এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে, কেননা তাদের সংশ্লিষ্ট সদস্যদেরকে দেখাশুনা করতে হবে। বিশেষ গ্রুপের সাথে তাদের সম্পর্ক, তাই সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। খোদ্দামদের দায়িত্ব হবে খোদ্দামদের দেখাশোনা করা, লাজনাদের দায়িত্ব হবে লাজনাকে নিয়ন্ত্রণ করা। বিশেষ করে আতফাল এবং সদ্য যৌবনে পদার্পনকারী খোদ্দামদের সঠিক পথে পরিচালিত করা আবশ্যক। জামাতের সাথে তাদের সম্পর্কের ভিতকে দৃঢ় করা অঙ্গ সংগঠনগুলোর অনেক বড় একটি দায়িত্ব। খোদ্দামদের উচিত খোদ্দামদের সমন্বয়ে এমন টীম গঠন করা যারা বিভিন্ন রুচী এবং আকর্ষণের খোদ্দামদেরকে নিজেদের সাথে সম্পৃক্ত করবে।

কিন্তু সচরাচর বেশিরভাগ অভিযোগ যুবতী মেয়েদের পক্ষ থেকে আসে যে, লাজনা সংগঠনে পনের বছরের পর সব মেয়ে লাজনার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। একই সংগঠন আর কিছু বয়োঃবৃদ্ধা মহিলা যুবতী মেয়েদের সাথে যে ব্যবহার করে বিশেষ করে যারা ওহদাদার বা পদাধিকারিণীরা, তারা যে ব্যবহার করে, সেই ব্যবহার মেয়েদেরকে ধর্ম থেকে দূরে ঠেলে না দিলেও মজলিসের কার্যক্রম থেকে দূরে ঠেলে দেয়। সুতরাং ওহদাদারদের আচার-আচরণ এমন হওয়া উচিত, যেন তা স্নেহের সাথে তাদেরকে জামাতের কার্যকলাপের সাথে সম্পৃক্ত করে, মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট করে। জামাতের সাথে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা উচিত নতুবা শয়তান দুর্বলের সন্ধানে থাকে। সে এই সুযোগে থাকে যে, কোন স্থানে কারো হৃদয়ে ওহদাদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দানা বাঁধবে আর তার ওপর আক্রমণ করে আমি তাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনব।

আমরা মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছি এ জন্য যে, এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে শয়তানের সাথে এটি আমাদের শেষ যুদ্ধ, কিন্তু আমরা যদি আমাদের কর্মের মাধ্যমে, ওহদাদারদের আচরণের কারণে আমাদের সন্তান-সন্ততি এবং যুবক শ্রেণীকে শয়তানের সহানুভূতির থাবার শিকার হতে দিই তাহলে এমন ওহদাদার পুরুষ হোক বা নারী তারা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহায্যকারী হবে না বরং শয়তানের সাহায্যকারী হবে। তাই সকল পদাধিকারী বা পদাধিকারিণীর চেষ্টা করতে হবে সে যেন শয়তানের আক্রমণ থেকে নিজেকেও রক্ষা করে আর জামাতকেও।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা যে অনুগ্রহ করেছেন সেটি বুঝতে হবে, খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। প্রতিটি সচেতন বিবেকবান আহমদী, যুবক ও যুবতী মেয়েদের এই কথা মাথায় রাখতে হবে যে, খোদা তা'লা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাদেরকে আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক দিয়েছেন, আহমদী ঘরে তাদের জন্ম হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার তৌফিক দিয়েছেন যাঁর আগমনের সংবাদ মহানবী (সা.) দিয়ে গেছেন। যিনি এ যুগে শয়তানকে পরাস্ত করতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই সে যেন কোন বড় বা বুযুর্গ বা কোন পদাধিকারীর আচরণের কারণে ধর্ম থেকে দূরে সরে না যায় বরং শয়তানকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে তাকে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহয্যকারী হতে হবে। আর এর জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞানী, অর্থাৎ আমি জানি যে, তোমাদের মাঝে শয়তানের আক্রমণের কত ভয় বিরাজ করছে, আমি জানি যে, তোমরা শয়তান থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা এবং দোয়া করছ তাই আমি তোমাদের দোয়া গ্রহণ করব, অতএব তোমরা দোয়া কর আর এমন পরিবেশ থেকেও মুক্ত এবং নিরাপদ থাক যা অনেক সময় এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই দোয়ার পাশাপাশি পরিবেশ থেকেও নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা কর, নিরাপদ দূরত্ব রাখার চেষ্টা কর। দোয়া কর যেন শয়তানের আক্রমণ থেকে সব সময় নিরাপদ থাক। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, পবিত্র অন্তঃকরণে যে চেষ্টা এবং দোয়া করা হয় তা খোদার দরবারে গৃহীত হবে আর শয়তানের হাত থেকে তোমরা নিরাপদ থাকবে।

অনুরূপভাবে বিশেষ করে যাদের ওপর ধর্মীয় কাজের দায়িত্ব ন্যাস্ত হয়েছে, জামাতের বন্ধুদের তরবীয়তের দায়িত্ব যাদের ওপর রয়েছে, তাদের উচিত হবে নিজেদের কথা এবং কর্মকে খোদার সন্তুষ্টির অধীনস্ত করা আর বিশুদ্ধ চিত্তে খোদার কাছে দোয়া করা যে, তাদের কারণে কেউ যেন শয়তানের কোলে গিয়ে আশ্রয় না চায় বা না পায় এবং কোন ভাবে কোন ব্যক্তি যেন শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এমন বিশুদ্ধ এবং নিষ্ঠাপূর্ণ দোয়া আমি গ্রহণ করব। তোমাদের এবং তাদেরকেও পথ দেখাব যাদের ওপর শয়তান হামলা করে, যেন তোমরা এইসব হামলা থেকে নিরাপদ থাকতে পার, কেননা খোদার সাহায্য এবং তাঁর সামনে সিজদা করা ছাড়া শয়তানের আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকা তোমাদের জন্য সম্ভব নয়। তাই খোদার কাছে সাহায্য চাও।

আমি যেভাবে বলেছি, শয়তান আল্লাহ্ তা'লাকে বলেছিল যে, যদি তুমি আমাকে ছাড় দাও আর জবরদস্তিমূলকভাবে আমাকে বাধাগ্রস্ত না কর আমি মানুষকে অবশ্যই বিভ্রান্ত করব এবং এর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করব। শয়তানের এই অপচেষ্টার প্রভাব কত সুদূর প্রসারী, সাধারণ মু'মিন তো দূরের কথা আল্লাহ্র ওলীদেরকেও শয়তান শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। সে চেষ্টা করে যে, মৃত্যুর পথযাত্রী অবস্থায়ও সে যেন এমন কোন কাজ করে যার ফলে সে আমার নিয়ন্ত্রণে এসে যায়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মজলিসে বা বৈঠকে কোন এক ব্যক্তি তার স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বপ্ন শোনার পর তাকে বলেন যে, "এই স্বপ্ন এক অদ্ভুত কথায় শেষ হয়েছে, শয়তান মানুষকে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে ধোকা দিতে চায় কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে, তোমার পরিণাম ভালো, কেননা এই স্বপ্নের পরিণাম ভালো।" সেই ব্যক্তি স্বপ্ন শোনাচ্ছিল, তার স্বপ্নের সমাপ্তি থেকে বোঝা যায় যে, অবশেষে পরিণাম যা হয়েছে তা হলো শয়তান থেকে সে মুক্ত থেকেছে, নিরাপদ থেকেছে। মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন যে, প্রায় সময় দেখা গেছে যে, শয়তানের আক্রমণ থেকে মানুষ যদি বাঁচার চেষ্টা করে তাহলে সে রক্ষা পায় বা আল্লাহ্র ফযল হলে সে রক্ষা পায়। তিনি আরো বলেন যে, আল্লাহ্র এক বন্ধুর বা এক ওলীউল্লাহ্র ঘটনা লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, তার যখন ইন্তেকাল হয় তার শেষ শব্দ এটিই ছিল যে, এখনো নয়, এখনো নয়, ওলীউল্লাহ্র যখন ইন্তেকাল হচ্ছিল তার মুখে এই শব্দই ছিল যে, এখনো নয়, এখনো নয়। তার এক ভক্ত বা মুরীদ কাছেই ছিল, সে এটি শুনে বিস্মিত হয়। তার মৃত্যুর পর রাত দিন কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে থাকে যে, ওলীউল্লাহ্ এটি বলছিলেন যে, এখনো নয়, এখনো নয়। যাহোক একদিন স্বপ্নে সেই ওলীউল্লাহ্র সাথে সেই মুরীদের সাক্ষাৎ হয়, তাকে সে জিজ্ঞেস করে যে, আপনি যে বললেন, এখনো নয়, এখনো নয়, এর অর্থ কি, কেন এটি বলেছেন, সেই বুযুর্গ বা ওলীউল্লাহ্ বলেন, শয়তান যেহেতু মৃত্যুর সময় প্রতিটি মানুষের ওপর আক্রমণ করে, তার ঈমানের জ্যোতিকে শেষ মুহূর্তে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য। এই কারণে সে রীতি অনুসারে আমার কাছে আসে, আমাকে মুরতাদ করতে চায়, আমাকে ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে চায়। আমি যখন তার আক্রমণ সফল হতে দিই নি তখন সে আমাকে বলে যে, তুমি আমার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছ। তাই আমি বললাম যে, না এখনো নয়, এখনো নয়। অর্থাৎ যতক্ষণ আমি ইন্তেকাল না করব ততক্ষণ আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারি না। নিঃসন্দেহে সে প্ররোচিত করছে, সকলভাবে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে কিন্তু যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে সে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে, যতক্ষণ আমার প্রাণ বায়ু বের না হবে, আমি এটি বলতে পারব না যে, আমি রক্ষা পেয়েছি।

তো এটি হলো সেই মাপকাঠি যা আল্লাহ্ তা'লার ওলীরা প্রতিষ্ঠা

করেছেন। আল্লাহ্‌র ওলীদের কোনভাবে অশুভ পরিণামের মুখে ঠেলে দিয়ে জাহান্নামে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টাই শয়তান করে থাকে। তাই এক মু'মিন বা এক সাধারণ মানুষের জন্য সত্যিই ভয়ের বিষয়। বেপরোয়াভাব, উদাসীনতার কোন কথা তাকে শয়তানের বশীভূত করতে পারে, এর জন্য সব সময় তাওবা এবং ইস্তেগফারে রত থাকা উচিত।

এছাড়া মানুষের ওপর শয়তানের আক্রমণের কথা বলতে গিয়ে আরেক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"শয়তান মানুষকে পথ ভ্রষ্ট্র করার জন্য, তার কর্মকে কলুষিত করার জন্য সব সময় ওৎ পেতে থাকে, এমনকি নেক কর্মের সময়ও তাকে বিভ্রান্ত করতে চায় এবং কোন না কোনভাবে বিষবাষ্প ছড়ানোর চেষ্টা করে। যেমন মানুষ যখন নামায পড়ে তাকেও লোক দেখানো ইত্যাদির মাধ্যমে কলুষিত করতে চায়। মানুষ যখন নামায পড়ে, সেটি একটি নেক কাজ কিন্তু শয়তান লোক দেখানোর ধ্যান-ধারণা সঞ্চার করতে চায় যেন তার নামায কলুষিত হয়, নামায যেন খাঁটি নামায না হয়। যে নামায পড়ায় তাকেও এই ব্যধিতে আক্রান্ত করতে চায়। তাই তার আক্রমণ এবং হামলা থেকে নিজেকে কখনো নিরাপদ মনে করা উচিত নয়। পাপাচারি-দুরাচারিদের ওপর তো তার আক্রমণ বড় প্রকাশ্য এবং স্পষ্ট। যারা পাপাচারী, দুরাচারী, যারা পথহারা, যারা ধর্ম থেকে বিচ্যুত তাদের ওপর তার আক্রমণ স্পষ্ট ও প্রকাশ্য, তারা এর স্পষ্ট শিকার, কিন্তু নেক এবং পুণ্যবানদের ওপরও আক্রমণ করা থেকে সে বিরত হয় না। কোন না কোনভাবে সুযোগ পেয়ে তাদের ওপর আক্রমণ হানে। যারা খোদার কৃপারাজির ছায়ায় থাকে, শয়তানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দুস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত থাকে, তারা তো তার থেকে মুক্ত থাকার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়ায় রত থাকে কিন্তু যারা দুর্বল এবং অপক্ক তারা কখনো কখনো তার আক্রমণের শিকার হয়ে যায়। "

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪২৬)

সুতরাং মু'মিনদের প্রতিটি মুহূর্ত খোদার কাছে দোয়া এবং ইস্তেগফার করা উচিত যেন শয়তানের প্রতিটি দুস্কৃতি থেকে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে রক্ষা করেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইস্তেগফারের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন,

"আল্লাহ্ তা'লা ইস্তেগফারের স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়েছেন যেন প্রতিটি পাপের জন্য, তা প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য, সেই পাপের কথা সে জানুক বা না জানুক, হাত, পা, জিহ্বা, নাক, কান এবং চোখের সাথে সম্পৃক্ত পাপ থেকে যেন ইস্তেগফারে রত থাকে। আজকাল আদম (আ.)-এর দোয়া করা উচিত, رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ الْخٰسِرِيْنَ (সূরা আল্-আ'রাফ: ২৪)

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭৫)

অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! আমরা আমাদের প্রাণের ওপর অবিচার করেছি, যদি তুমি আমাদের ক্ষমা না কর আর কৃপা না কর তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব। আরেক জায়গায় আমাদেরকে নসীহত করতে গিয়ে তিনি বলেন,

"হে প্রিয়গণ! খোদার নির্দেশাবলীর অবমূল্যায়ন কর না। বর্তমান দর্শনের বিষক্রিয়া যেন তোমাদের বিষিয়ে তুলতে না পারে। এক শিশুর মত তাঁর নির্দেশের অধীনে জীবন যাপন কর, নামায পড়, নামায পড় কেননা তা সকল শক্তি লাভের চাবিকাঠি। যখন নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হও প্রথাগতভাবে নামায পড়বে না বরং নামাযের পূর্বে যেভাবে বাহ্যত ওযু কর অনুরূপভাবে এক অভ্যন্তরীন ওযুও কর, নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গায়রুল্লাহ্‌র অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদের সামনে নত হওয়া থেকে রক্ষা কর। বাহ্যত পানি দ্বারা যেভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তুমি ধৌত কর অনুরূপভাবে তোমার হৃদয়কে, তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গায়রুল্লাহ্‌র কলুষ থেকে মুক্ত রাখ আর এভাবে তুমি উভয় ওযুর সাথে দাঁড়াতে পারবে। নামাযে অনেক দোয়া কর, আকুতি-মিনতি, আহাজারিকে অভ্যাসে পরিণত কর যেন তোমার প্রতি করুণা প্রদর্শন করা হয়। সত্য অবলম্বন কর, সত্য অবলম্বন কর কেননা তিনি তোমাকে দেখছেন। সব বিষয়ে সত্য এবং সততার পন্থা অবলম্বন কর। প্রতিটি মুহূর্তে চিন্তা কর যে, আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন, তিনি দেখছেন যে, তোমাদের হৃদয় কেমন, তাঁকে কি কেউ প্রতারিত করতে পারে? তাঁর সামনেও কি ধূর্ততা কোন কাজে আসে? চরম দুর্ভাগা মানুষ নিজের নোংরা কার্যকলাপে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যেন তার দৃষ্টিতে খোদাই আর নেই, এমন মানুষকে তখন অচিরেই ধ্বংস করে দেওয়া হয় আর আল্লাহ্ তার প্রতি আদৌ ভ্রুক্ষেপ করেন না। হে প্রিয়গণ! নির্ভেজাল যুক্তি হলো একটি শয়তান আর এই বস্তু জগতের অন্তঃসারশূন্য দর্শন হলো এক ইবলিস।" শুধু যুক্তি, কারণ, এই বিষয়গুলো শয়তানী কথাবার্তা, এগুলো বিষয় নয়, খোদাকেও সন্ধান করতে হবে। "যা ঈমানী জ্যোতিকে বহুলাংশে হ্রাস করে দেয়।" শুধু যুক্তি এবং দর্শনের অন্ধ অনুকরণ করলেই ঈমানের জ্যোতি হ্রাস পাবে। " এবং এর ফলে ধৃষ্টতা সৃষ্টি হয় আর মানুষকে প্রায় নাস্তিকতার পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। তাই এসব থেকে নিজেদের

মুক্ত রাখ। এমন হৃদয় সৃষ্টি কর যা দ্বীন হীন এবং বিনয়াবনত। কোন উচ্চবাচ্য না করে আদেশাবলীর মান্যকারী হও।" কোন প্রকার উচ্চবাচ্য না করে খোদার নির্দেশ মান্যকারী হও। " যেভাবে একটি শিশু মায়ের কথা মেনে থাকে। কুরআন-এর শিক্ষা আমাদেরকে তাকওয়ার উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছাতে চায়, সেদিকে কর্ণপাত কর এবং সে অনুসারে নিজের মাঝে পরিবর্তন আন।"

(ইযালায়ে আওহাম, ৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা-৫৪৯)

আল্লাহ্ তা'লা করুন, আমরা যেন শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ থেকে নিজেদের রক্ষাকারী হই, খোদার কাছে সিজদাবনত হয়ে তাঁর সাহায্য যাচনা করে তাঁর নির্দেশ মান্যকারী হই এবং কুরআনের শিক্ষা অনুসরণকারী হই। আর এই বিষয়ে আমরা যেন খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হই যে, খোদা তা'লা আমাদেরকে তাঁর সেই প্রেরীত পুরুষকে মানার তৌফিক দিয়েছেন, যার কাজ হলো শয়তানকে পরাস্ত করা। আমরা যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হই যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে কৃত বয়আতের দায়িত্ব পালন করে শয়তানের প্রতিটি আক্রমণকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সেই তৌফিক দান করুন।

একের পাতার পর....

কিতাবের উপর ঈমান আনে যাহা তোমার পূর্বে অবর্তীণ হইয়াছে। ঐ সকল লোকই খোদার তরফ হইতে হেদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তাহারাই নাজাতপ্রাপ্ত হইবে।

হে ধর্মত্যাগী মিঞা আব্দুল হাকিম! উঠ এবং চক্ষু মেলিয়া দেখ! খোদা তা'লা এই সকল আয়াতে ফয়সালা করিয়া দিয়াছেন এবং নাজাত পাওয়া কেবল এই বিষয়ের সহিত সম্পৃক্ত করিয়া দিয়াছেন যে, মানুষ খোদা তা'লার কিতাব সমূহের উপর ঈমান আনিবে এবং তাঁহার উপাসনা করিবে। খোদা তা'লার কথায় ত্রুটি-বিচ্যুতি ও স্ববিরোধিতা থাকিতে পারে না। অতএব, যেক্ষেত্রে আল্লাহ্ জাল্লা শানাহু আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতার সহিত নাজাতকে সম্পৃক্ত করিয়া দিয়াছেন, সেক্ষেত্রে এই সকল আয়াতের সন্দেহাতীত দলিলকে অস্বীকার করিয়া সন্দেহের দিকে দৌড়ানো বেঈমানী। সন্দেহের দিকে ঐ সকল লোক দৌড়ায় যাহাদের হৃদয় কপটতার ব্যাধিতে ব্যাধিগ্রস্ত।

*টীকাঃ ইহা এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে যে, যখন মানুষ সত্যধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকে তখন সৎকর্ম সম্পাদনের দরুন খোদা তা'লার তরফ হইতে সে একটি পুরস্কার লাভ করে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র বিধান এই যে, খাঁটি ধার্মিক ব্যক্তিকে কেবল এই সীমা পর্যন্ত রাখা হয় না, যে সীমা পর্যন্ত সে নিজ চেষ্টায় চলে এবং নিজ চেষ্টায় অগ্রসর হয়, বরং যখন তাহার প্রচেষ্টা শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায় এবং মানবীয় শক্তির কাজ শেষ হইয়া যায় তখন খোদার কৃপা তাহার সত্তায় নিজের কাজ করে এবং আল্লাহ্‌র হেদায়াত তাঁহাকে ঐ পর্যায় পর্যন্ত জ্ঞান, সৎকর্ম ও তত্ত্বজ্ঞানে উন্নতি দান করে, যে পর্যায় পর্যন্ত সে নিজ প্রচেষ্টায় পৌঁছিতে পারিত না; যেমন অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তা'লা বলেন, وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (সূরা আনকাবুত, আয়াত-৭০)। অর্থাৎ যে, সকল লোক আমার পথে যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং যাহা কিছু তাহাদের দ্বারা ও তাহাদের শক্তির দ্বরা করা সম্ভব তাহা তাহারা করে, তখন আল্লাহ তা'লার দয়ার হাত তাহাদের হাত ধরে এবং যে কাজ তাহাদের দ্বারা করা সম্ভব হইত না তাহা তিনি নিজেই করিয়া দেখান।

**টীকাঃ আব্দুল হাকিম খানের লেখা হইতে মনে হয় তাহার দৃষ্টিতে ইসলাম ধর্ম ত্যাগের জন্য ইহাও একটি কারণ যে, যে ব্যক্তি স্বীয় মতানুযায়ী ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট দলিল-প্রমাণ পায় নাই সে ইসলাম ত্যাগ করিয়াও নাজাত পাইতে পারে। কেননা, ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে তাহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায় নাই। কিন্তু তাহার বর্ণনা করা উচিত ছিল দৃঢ় প্রত্যয়ে পৌঁছার জন্য কি পরিমাণ দলিল তাহার নিকট আছে।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২৭-১৩০)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9915865619
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 1 Thursday,23th June, 2016 Issue No. 16

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417020616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

ওসীয়তঃ বিশ্বের দারিদ্র বিমোচনের ঐশী ব্যবস্থা

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)

'নেযামে নও' ভাষণের চয়নকৃত অংশের অনুবাদ

ইসলামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক শিক্ষাসমূহকে বাস্তব রূপ দিতে মহানবী (সা.)-এর সময় সে যুগের চাহিদানুযায়ী গৃহিত ব্যবস্থাদি বা প্রথম চার খলীফার যুগে সে যুগের চাহিদানুযায়ী অবলম্বনকৃত পদ্ধতিসমূহ আজকের যুগের চাহিদানুযায়ী অপ্রতুল। অতএব এ যুগে ইসলামী শিক্ষার বাস্তবায়নের জন্য অন্যান্য মতবাদ বা পদ্ধতির ত্রুটিসমূহ থেকে নিজেকে রক্ষার পাশাপাশি, ইসলামি নীতিসমূহ বাস্তবায়নের ভার যাদের উপর ন্যস্ত তাঁদের হাতে যথেষ্ট বড় অঙ্কের তহবিল তুলে দেওয়া আবশ্যক যেন তাঁরা সবার জন্য সমান সুযোগ বা অধিকারের অবস্থা সৃষ্টি করতে পারেন এবং মানুষের ন্যায়সঙ্গত চাহিদাসমূহ পুরণ করতে পারেন। নিজ নিজ যুগে খলীফাগণ এ প্রসঙ্গে ইসলামী শিক্ষার ব্যাখ্যা প্রদান করে এসেছেন এবং সময়ের দাবী অনুযায়ী একে বাস্তব রূপ দিয়েছেন। হযরত উমর (রা.) -এর যুগে নিয়মিত আদম শুমারী (অর্থাৎ লোকগণনা) হত এবং প্রত্যেক ব্যক্তির রেকর্ড রাখা হত। প্রত্যেক ব্যক্তির বৈধ চাহিদাসমূহ পূরণের দায়িত্ব ছিল কোষাগার বা বায়তুল মালের। প্রাথমিকভাবে এ ব্যবস্থা অস্ত্রধারণে সক্ষম সব ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু হযরত উমর (রা.) উপলব্ধি করেন, রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন অন্যান্যদের উপর পর্যন্ত বর্তায়। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সব ন্যায্য দাবীদারের চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা হয়।

সার কথা এই, খলীফাগণ নিজ যুগের অবস্থানুযায়ী ইসলামী শিক্ষাকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন। আজ মানব জীবন ও মানব সমাজ অনেক বেশি জটিল হয়ে পড়েছে। সুতরাং সেই শিক্ষাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য নতুন কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন। এ নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এটি অত্যাবশ্যকীয় ছিল যে, খোদা তা'লা স্বয়ং এমন কোন ব্যক্তিকে দাঁড় করে দেন এবং তিনি এক নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার উদ্বোধন করেন। এটা মানবতার দুঃখ দুর্দশার পরিসমাপ্তি ঘটাবে। এ ব্যবস্থা মানবীয় চিন্তা প্রসূত হবে না বরং ঐশী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এটা প্রকৃতপক্ষেই দরিদ্রের অভাব মেটাতে পরিপূর্ণ বলীয়ান এবং সমগ্র মানবতার শান্তি ও সমৃদ্ধি পুনরুদ্ধারে সক্ষম। যিনি বিশ্বাস করেন, মহানবী (সা.) এক মসীহ ও মাহদীয় (আ.)-এর আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, প্রত্যেক এমন ব্যক্তি অব্যশই এ বিষয়টি স্বীকার করতে বাধ্য , আজ বিশ্বে যে অশান্তি, অরাজকতা ও দুর্দশা বিদ্যমান এর প্রতিবিধান করা সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষেরই কাজ। এ সমাধানকে অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থার ত্রুটি সমূহ থেকে মুক্ত হতে হবে। এমন হতে হবে যেন এতে প্রত্যেকের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। একাধারে জাতি ও শ্রেণীভেদে শান্তি ও সৌহার্দ্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি একে প্রত্যেক ব্যক্তির চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ একত্র করতে হবে।

সুতরাং এটি সেই খাতামুল খুলাফারই দায়িত্ব ছিল। ইসলামী শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে যিনি এমন এক ব্যবস্থা স্থাপন করেন যা যুগের চাহিদাকে যথাযথভাবে পূর্ণ করবে এবং বিশ্বের দুর্দশার পরিসমাপ্তি ঘটাবে। আমি এখন বর্ণনা করবো, এ উদ্দেশ্য পূরণে এ যুগে মানবজাতির পথ প্রদর্শনের জন্য খোদা তা'লা কর্তৃক মনোনীত মহানবী (সা.)-এর গোলাম ও প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত মহাপুরুষের হাতে ঐশী নির্দেশে ও ইসলামী শিক্ষার পুঙ্খানুপঙ্খ অনুসরণে কিরূপে এক নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। খোদা তা'লার নিযুক্ত এ মহাপুরুষ ১৯০৫ সালে তঁর পুস্তিকা 'আল-ওসিয়্যত'-এ এ নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার ভিত্তি রাখেন।

মূল নীতি কুরআনের ২:৯৬ আয়াতেই বর্ণিত আছে। এ আয়াতে ঐচ্ছিক দান সম্পর্কে কোন বাঁধা ধরা নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয় নি। মুসলমানদেরকে কেবল সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, যাকাতের অতিরিক্ত আরও কর তাদের দিতে হবে এবং আরও অনুদান দিতে হবে। কিন্তু সেই করের হার বা প্রকৃতি নির্ধারিত করে দেওয়া হয়নি। কোন এক সময়ে ইসলামী রাষ্ট্রের জাতীয় সম্পদের শতকরা একভাগ করের যদি প্রয়োজন হয় তাহলে খলীফার এ ঘোষণা দেওয়াই যথেষ্ট ছিল যে, রাষ্ট্রের স্বার্থে এখন এরূপ প্রয়োজন এবং মুসলমানদের এই হারে কুরবানী করা প্রয়োজন। অপর কোন সময়ে শতকরা দুই ভাগের প্রয়োজন হয়ে পড়লে তখন খলীফা মুসলমানদের সেই হারেই কর বা চাঁদা দিতে আহ্বান করেছেন। রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময়ে ঐচ্ছিক কুরবানীর আহ্বান করতেন। খলীফাগণ ইসলামী শিক্ষার বাস্তবায়নকল্পে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা মালে গনিমতের এক বড় অংশ গরীবদের জন্য সংরক্ষণ করতেন। স্বেচ্ছায় তাদের অধিকারের একটি অংশ দুঃস্থদের ত্রাণ হিসেবে ছেড়ে দিতে সৈন্যদের আহ্বান করা হত। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বর্তমান যুগের চাহিদার প্রেক্ষাপটে ইসলামী শিক্ষার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ইসলামী রাষ্ট্রকে সবার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার সংস্থান করতে হলে অবশ্যই এরূপ রাষ্ট্রের হাতে ইসলামের প্রাথমিক যুগের তুলনায় অনেক বড় ধরণের সম্পদ থাকতে হবে। মসীহ মওউদ (আ.) এজন্য ঐশী নির্দেশে ঘোষণা করেন,

"খোদা তা'লা এরূপ নির্ধারণ করেছেন, যারা আজ প্রকৃত জান্নাত লাভ করতে উৎসুক তাদের নিজ সম্পদ ও অর্থের এক -দশমাংশ থেকে এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় কুরবানী করা আবশ্যক। তিনি আরও বলেছেন, এভাবে সংগৃহীত সম্পদ ইসলামের উন্নতি, কুরআনের শিক্ষা ও ধর্মীয় সাহিত্যের প্রচার ও ইসলামী প্রচারক তথা প্রচারক কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ব্যয় করা হবে।" [আল ওসীয়্যত, শর্ত নং ২]

তিনি (আ.) আরও বলেন,

"প্রত্যেকটি বিষয় যাহা ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং যাহার সবিশেষ বর্ণনা করার সময় এখনো আসে নাই, ঐ সমুদয় কাজ এই অর্থ দ্বারা সমাধা হইবে। " [প্রাগুক্ত]

অর্থাৎ, এ অর্থ যেসব উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ব্যয় হবে যা ইসলামী শিক্ষাকে বাস্তবায়ন ও কার্যকর করার জন্য আবশ্যক। তিনি (আ.) ইঙ্গিত করেন, এখন এর সবিশেষ বর্ণনা করার সময় আসেনি। কিন্তু সময় এলে কেউ এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করবেন।

এই হ'ল সেই বিশ্ব ব্যবস্থা যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, প্রত্যেক বিষয় যার সাথে ইসলামে শক্তি বিস্তারের সম্পর্ক এর জন্য এ থেকে ব্যয় করা হবে। কিন্তু এর বিস্তারিত বর্ণনা করার সময় আসে নি। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সেই উদ্দেশ্য যা এ অর্থ দ্বারা সাধিত হবে, এর ব্যাখ্যা বিবরণ সে যুগে দেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু সময় অতি আসন্ন ছিল যখন সারা বিশ্ব থেকে এক নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার জন্য আর্তনাদ উত্থিত হবে। প্রত্যেক প্রান্ত থেকে নিজ নিজ নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার ঘোষণাধ্বনি উচ্চারিত হবে। রাশিয়া দাবি করবে, তারা বিশ্বকে এক নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা উপহার দিয়েছে। ইংল্যান্ডও এক নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা পেশ করবে। জার্মানি ও ইতালি নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার ঘোষণা দিবে। আমেরিকাও এক নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার ঘোষণা দিবে। তখন মসীহ মওউদ (আ.) -এর খলীফা কাদিয়ান থেকে ঘোষণা দিবেন:

"নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার ঘোষণা ইতিপূর্বেই 'আল -ওসীয়্যত '- এ প্রদান করা হয়েছে। বিশ্ব শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হতে চাইলে এর বাস্তবায়নের একমাত্র পথ হল 'আল-ওসীয়্যত '- এ প্রতিষ্ঠিত নতুন বিশ্ব ব্যবস্থাকে কার্যকর করা।"

মসীহ মওউদ (আ.) এরপর বলেন,

"এই অর্থ সেই সকল এতীম ও মিসকীনদের কল্যাণেও ব্যয় হইবে যাহাদের জীবিকা নির্বাহের সামর্থ্য নাই।" [প্রগুক্ত]

.....এটি ধরে নিলে যে এ জামাত সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করবে এবং সমগ্র মানবজাতিকে এর ছায়াতলে একত্রিত করবে। এই ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি এই , কয়েক প্রজন্মের মধ্যে মানুষ প্রায় তাদের সম্পূর্ণ সম্পদ স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্ট চিত্তে সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে থাকবে। ....এভাবে সংগৃহীত অর্থ কেবল এক দেশে ব্যয় করা হবে না, বরং বিশ্বব্যাপী দারিদ্র ও দুর্দশা মোচনে নিয়োজিত হবে।

(অবশিষ্টাংশ পরের সংখ্যায়)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir